সোমেনচন্দের রচনায় জীবনপ্রত্যয়

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

'সুকান্ত-সমগ্র'গ্রন্থের ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় অলস কৌতুহলী প্রশ্নতুলেছিলেন, 'বেঁচে থাকলে এতদিনে সুকান্তর এত বছর বয়স হত। কীলিখত সে। কেমন দেখতে হত?' এমন প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে নাজেনেও এ ধরনের প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। 'কেমন দেখতেহত'-র চেয়ে যে-প্রশ্নটা মাথায় বেশি ভিড় করে আসে তা হল'কী লিখত সে।' নিশ্চয়ই পরিণততর লেখাই সে লিখত।প্রশ্ন সেখানে নয় সুকান্ত চলে যাবার পর রাজনীতিতে,বিশেষত কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিচিত্র জটিলতা এসেছে, তারপরিপ্রেক্ষিতে কোথায় কী ভূমিকা হত তার --- এপ্রশ্নই খুবই সংগত। প্রশ্নটি যদি এড়িয়ে যাবার ইচ্ছাথাকে তাহলে একটা নির্বিরোধী জবাবও দেওয়া যেতে পারে, ইংরেজিতে যাকেবলে ..... অর্থাৎ কে জানে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকআষাঢ়ে চিন্তাও নয়, আবার জ্যোতিষীর অধিগত বিদ্যাও নয়। এইপ্রশ্নের সূত্র ধরেই জটিল রাজনীতির গতিধারাকে বুঝতেচেষ্টা করা যায়। সে সময় যাঁরা সুকান্তর কাছাকাছি আজ তাঁরাকে কোথায়। যদিও তাই দিয়েও নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবেনা। তবে এ আলোচনাটাও জরি। ব্যক্তিভিত্তিক আলোচনা করে খুব বেশি এগোবেনা, চিন্তা ভাবনার ক্রমিক বিবর্তনের পথটি খুঁজে বের করাই এইআলোচনার অন্বিষ্ট হতে পারে। সুকান্তকে দলে টানা প্রশ্নয়। আমাদের পরিক্রান্ত পথটির পরিপ্রেক্ষিতেপ্রশ্নটিকে দাঁড় করালে আজ যা লেখা হচ্ছে তা সেদিনের অভীষ্টছিল কিনা তার বিচারে বসা যেতে পারে। সেইটুকুই লাভ। সুকান্ত বাসোমেন সেই অর্থেই আজ আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্নটাসোমেন চন্দের সূত্র ধরেও তোলা যেতে পারে। সোমেন চন্দ সুকান্তভট্টাচার্যের চেয়ে ছ বছরের বড়ো ছিলেন। সুকান্তর জন্ম ১৯২৬ সালেকলকাতায়, সোমেনের জন্ম ১৯২০ সালে ঢাকায়। সুকান্তর মৃত্যু হয়যখন তখন তাঁর বয়স ২১ বছর পূর্ণ হয় নি। সোমেন মৃত্যুবরণ করেছেন ২১ বছরপার করে। দুজনের মৃত্যুকেই স্বাভাবিক মৃত্যু বলা যায় না। সুকান্ত তাঁরফুটন্ত যৌবনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, আরসোমেনকে তো হত্যাই করা হয়েছিল প্রকাশ্য রাজপথে। একজনের কৈশোরগড়ে উঠেছিল কলকাতা শহরে, আরেকজনের ঢাকায়, কলকাতার ফুটপাথেনিরন্নের শবদেহ, বুভুক্ষুর লঙ্গরখানা, কন্ট্রোলের লাইন দেখে সুকান্তবড়ো হচ্ছিল আর সোমেন দরিদ্রতর পরিবারে জন্মে ডাক্তারি পড়তেগিয়েছিলেন, রোগে, অভাবে পড়াশুনো অসমাপ্ত থেকে যায়। সোমেনের প্রথমরাজনৈতিক প্রভাব এসেছিল সতীশ পাকড়াশির সান্নিধ্যে এসে আর স্পেনেরসংগ্রামী ইতিহাস শুনে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ যখন শু হয় সুকান্ত তখন দশ বছরেরবালক আর ১৯৩৮ সাল নাগাদ আঠারো বছরের যুবক সোমেন মার্কসবাদীদেরআলোচনা বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন, ঢাকার দক্ষিণ মৈশন্ড্রিপ্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সাংগঠনিক সম্পাদক।সুকান্তও তাঁর কৌশোরে কিশোর বাহিনী আর ছাত্র ফেডারেশনেঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৯৪১ সালের 'ম্লানায়মান কলকাতার' বর্ণনাদিচ্ছেন সুকান্ত ঃ 'আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইনেরদীর্ঘশ্বাস ফেলছে ... ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেকলকাতা। ... অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন।'সুকান্তর 'ভাবতে অবাক লাগে আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতাধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধবংসের সমুদ্রে।' এমনপ্রচ্ছন্ন নৈরাশ্যবাদী রোমান্টিকতা সোমেনের জীবনে এসেছিল কিনা তারকোনো প্রমাণ বা নথি আমাদের হাতে নেই।

তবেসোমেন তাঁর কৈশোরে পড়ছেন টি. এস. এলিয়ট থেকে গর্কি শলোখভ পার্ল বাক--- এঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি লিখে

রাখতেন তাঁর নোট বইয়ে। তবেস্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্রে র‍্যালফ্ ফক্স আর কডওয়েল তাঁকে বোধহয় বেশি রকমপ্রভাবিত করছিল। ফলে তাঁর মনটা প্রস্তুত হচ্ছিল ফ্যাসিজমেরতাণ্ডবের বিদ্ধে। তবে তাঁর প্রস্তুতি প্রধানত বইপত্রের সূত্রে, যদিওপ্রকাশ্য ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে। ১৯৪০-৪১ সালে পার্টি যখননিষিদ্ধ তখন সোমেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। ঢাকা রেলওয়েওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদকও হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মান যখনসোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল সুকান্ত তখন ১৫ বছরের কিশোর।সুকান্তর কবিতায় আছে, 'খবর আসে!/দিগ্‌দিগন্ত থেকেবিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর;/যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়---/... কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে;/বাইশে শ্রাবণ, বাইশজুনে।' সোমেন ঢাকার রাজপথে খুন হলেন। সুকান্ত এর পরেও আরওপাঁচটি বছর পৃথিবীটাকে দেখে গেছেন। দেখেছেন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ,পয়তাল্লিশের ছাত্র-আন্দোলন, ছেচল্লিশের দাঙ্গা। সোমেনের রাজনৈতিক বিশ্বাসএকটা স্থির ভূমি লাভ করেছিল। স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের বিদ্ধেফ্রাঙ্কোর আক্রমণ সবই এর কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। এবং প্রত্যেকটিঘটনাতেই ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে এবং সাহিত্যিক মহলে পররাজ্যআক্রমণকারীর বিদ্ধে একটি প্রবল ও সুস্পষ্ট মনোভাব গড়ে উঠেছিল।চীনে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ বা মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডকেউৎসাহদান তারই অভিব্যক্তি। অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে। একটা দৃপ্ত মেজাজে গড়েউঠেছিল এদেশে। এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯৩৬ সালের কাছাকাছিসময় থেকে। এর বছর দশেক আগে ইতালিতে যখন মুসোলিনির অভ্যুত্থান ঘটেছে তখনএদেশের অনেক মানুষ এবং পত্রিকা তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্বন্ধে তখনও জনচেতনা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। 'মডার্ণরিভিউয়ের' মতো পত্রিকাতেও মুসোলিনির ছবি, নবীন ইতালিরপ্রতি প্রশংসামুখর প্রবন্ধ রচনার মতো অনেক নামকরা লেখকএদেশে তখন ছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ উগ্রজাতীয়তাবাদের বিদ্ধে ১৯১৬ সালে জাপানকে সতর্ককরলে জাপানে এবং পশ্চিমে তিনি কোনো কোনো মহলে বিশেষ অপ্রিয় হয়েপড়েছিলেন, তিনিও প্রথম দিকে মুসোলিনির আতিথেয়তায়, সপ্রশংসউক্তিতে বা তাঁর সহায়তায় প্রসারিত হস্তে হয়তো কিঞ্চিৎবিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এখনও বিরূপ সমালোচনারসম্মুখীন হতে হয়, তবে মনে রাখা দরকার যে ১৯১৬ সালে জাপানেরউগ্রজাতীয়তাবাদের বিদ্ধে সতর্কবাণী যখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচচারিতহয়েছিল তখন ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে যথার্থ চেতনা বস্তুত অনুপস্থিত। এবং সেকারণেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের বিশেষ গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ইতালি পরিভ্রমণকালে রোঁমা রোঁলা প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে বিশেষভাবে ফ্যাসিবাদের স্বরূপসম্বন্ধেআরও স্পষ্ট ধারণা পেয়েছিলেন। ভারতে ফ্যাসিবাদবিরোধীমনোভাবের সূত্রপাতের পিছনে এ ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৩৬ সালেলক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হল প্রগতি লেখক সম্মেলন। সেইসম্মেলনের সভাপতি 'মুন্সি প্রেমচাঁদের ভাষণে এবং তাঁর'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হলধনতান্ত্রিকতার বিদ্ধ মনোভাব। একদিকে প্রগতি লেখক সম্মেলনঅপরদিকে স্পেনে প্রেরিত আন্তর্জাতিক ব্রিগেড --- এরই মধ্যে সোমেনের মতো বহু তণ সেদিন রাজনৈতিক জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।সোমেনকে যদিও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে শহীদ হতে স্পেনের আন্তর্জাতিকব্রিগেডে নাম লেখাতে হয়নি। ঢাকার রাজপথেই তিনি ফ্যাসিবাদের স্বরূপঅনুভব করেছেন হিটলারের অভ্যুত্থানে, বিশেষত শ-জার্মান সংগ্রামের খবরেরসূত্রে। খবর পান স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধের। তবে সুকান্তরধারণা, 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,/ প্রত্যহদুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।/আমারবসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,/ আমার বিনিদ্ররাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়', সোমেন আর সুকান্ত এমন দুইপটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল বলেই বোধহয় একজন গেলেন গল্প উপন্যাসে,অপরজন কবিতায়।

সুকান্তরকবিতায় সমসাময়িক ঘটনার প্রতিবেদন এবং প্রতিক্রিয়া অনেক বেশিসরাসরি। এবং সেখানে সুকান্ত অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত। সোমেন কিন্তুফ্যাসিবাদের উন্মত্ততা নিয়ে গল্প পরিকল্পনা করেন নি। তাঁরদ্বিতীয় উপন্যাস 'বন্যা'র প্রথম খণ্ডটি ধারাবাহিকভাবেপ্রকাশিত হয়েছিল একটি পত্রিকায়, তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছরহয়নি। সতীশ পাকড়াশি বলছেন, 'সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনারীজীবনের মাধুর্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা দিয়ে কবিতা ও সাহিত্যরচনা করত ... প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূলপরিবর্তন হল, লেখক-প্রতিভার স্ফুরণ হল, তারা ক্রমে ক্রমেবাস্তববাদী হয়ে উঠল।' ঠিক ছক বেঁধে নয়, তবে এরই আভাস যেনআছে 'বন্যা' উপন্যাসের পরিকল্পনায়। 'বন্যার নায়ক রজতসেবাকার্যের সূত্রে রাজনৈতিক চেতনা অর্জন করেছিল, বন্যার সূত্রেই পরিচিতহয়েছিল মালতির সঙ্গে। তাদের এ পরিচয় যখন সাংসারিক বিচারে সহজ বিবাহেরবন্ধন হবে বলে আত্মীয়স্বজন ধরে নিয়েছিলেন, তখন দেখা গেল রজতের র

াজনৈতিকআদর্শবাদ তাকে বৃহত্তর কর্মে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বিবাহ হয় না। মালতী - রজতেরসম্পর্ক, বন্যার পটভূমিকা, অ াদর্শবাদের হাতছানি -- সবই যেন সোমেনেরজীবনপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। অচ্যুত গোস্বামী এ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন,'বন্যার অবস্থায় অপরিসীম দুঃখযন্ত্রণার মধ্যেও জীবন নিজস্ব ছন্দে চিত্রিতহয়ে ওঠে এবং সেই ছন্দের মধ্যে স্পষ্টতম সুর হয়ে দেখা দেয় পরাধীন মানবমনেরস্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।' জীবনের নিজস্ব ছন্দ আর পরাধীন ম ানবমনের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সোমেন।কারণ সেটাই ছিল জীবনধর্মী সচেতন মানুষের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক।উপন্যাসের ত্রুটি ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, একটি সচেতনরাজনৈতিক কর্মীর জীবন-অন্বিষ্ট কী হবে তার স্পষ্ট আভাস ছিল সেইঅসমাপ্ত উপন্যাস পরিকল্পনায়। বিশেষত মনে রাখতে হবে তিরিশের যুগে যখনএকদল তণ লেখক জীবনধর্মের নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং যৌনচেতনায় গা ভাসিয়েদিয়েছিলেন 'বন্যা', কিন্তু বন্যার স্রোতে ভেসে যাননি নায়ক, উচ্ছ্বাসেআবেগে সংযত থেকেছেন সোমেন চন্দ। এই সংযমই সোমেনকে দ্রুত পরিণতির পথেপৌঁছে দিচ্ছিল, সুকান্তর উচ্ছ্বাসই তাঁকে তাঁর পাঠকের সঙ্গেঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। যেহেতু সোমেন গল্প উপন্যাসে নিজের ঠাঁইকরে নিয়েছিলেন, তাই সংযম ছিল তাঁর অপরিহার্য অবলম্বন।

সোমেনেরগল্প 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' প্রকাশিত হয়'অগ্রগতি' পত্রিকায়। অন্ধ শ্রীবিলাসের পরিবারের একটি চিত্র একটিদিনের আয়তনে ধরে রাখার প্রয়াস আছে গল্পটিতে। শ্রীবিলাসের স্ত্রীবিন্দু অন্য বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে সংসার চালায় আর অন্ধ শ্রীবিলাস ঘরে বসেবাইরের খবর রাখার চেষ্টা করে, নিজেকে সে মনে করে সে-ই সংসারেরকর্ত া, যেহেতু সে-ই পুষ, এবং সে কারণেই সংসার রক্ষা না করতেপারলেও সংসার বৃদ্ধির জন্য তার কোনো পুষোচিত সংকোচ সে অনুভবকরে না। সোমেন সমাজে নারীর মর্যাদা নিয়ে কৌশলে প্রশ্ন তুলেছেন।শ্রীবিলাস যখন বলে, 'ওই তো মেয়েমানুষের দোষ, কেবল বিয়ে থাকরো।' তখন দোষটা যে কার তা বুঝতে পাঠকের বিলম্ব হয় না। কিন্তুপুষোচিত বিচ ার নিয়ে শ্রীবিলাস বলেই চলে, 'আরে, বিয়ে তো করবে,খেতে দেবে কী? তারপর ছেলেপিলে হলে'। এর জবাব তো বিন্দুর মুখেই ছিল,'তার কথা শুনে বিন্দুর খিল খিল করে হাসতে বা ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছেকরছিল, কে কাকে বলে? কিন্তু তা সে করল না। চুপ করে দাঁড়িয়েরইল।' চুপ করে দাড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় নেইনারীর। কিন্তু সে কথাটা প্রকাশ করে সোমেন দেখিয়ে দিলেন তাঁর সমর্থনকার দিকে! কিন্তু শ্রীবিলাস কেবল সংসারবৃদ্ধির একটা যন্ত্রম াত্রই নয়। ন্যায় অন্যায়বোধ তার আছে। যখন সে শোনেকারখানার কর্মী বাবুর মাইনে বাড়ছে না কথা দেওয়া সত্ত্বেও, তখন সে বলে,'কি বলো, এত অন্যায়? কথা দিয়ে কথা-না রাখার মতো পাপ আরআছে?' ব্যাপারটাকে সে পাপ-পুণ্যের দিকে ঠেলে দেয়, কারণ তারপরেই তাকে বলতে দেখা যায়, 'ভগবান কণ, দিনে দিনে যেন তোমারউন্নতি হয়।' শ্রীবিল াসেরা এখনও আছে, এখনও অন্ধ, এখনও সূর্যপ্রণাম করেদিন শু করে পরলোক-বিষয়ক গান ধরে। 'বালিগঞ্জ' পত্রিকার স ম্পাদকনির্মলকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, 'অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে সে 'অন্ধ শ্রীবিল াসের অনেক দিনেরএকদিন' নামে একটি পাঠায়, সেই প্রথম লেখা পাঠ করেই আমার মনওঠে চমক দিয়ে --- পাকা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।'

'একটিরাত' নিশ্চিতভাবেই একটি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর গল্প। সুকুমার রাজনৈতিক কর্মী, র‍্যালফ্ফক্সের বৃটিশ সাম্রাজ্যব াদের ঔপনিবেশিক নীতি পড়ে আর স্বপ্ন দেখেতার মা একদিন 'পাভেলের মা' হবেন। সত্যি একদিন সে দেখে তার মাগো র্কির 'মা' পড়ছেন। সে বলে, 'তুমি সত্যি সত্যি পাভেলের মাহতে পারবে, আমি অবিশ্যি পাভেলের মতো এখনো হতে পা রি নি। তবে হব।'এ যেন সোমেনের নিজের কণ্ঠস্বর। তাঁর পারিবারিক জীবনেও তিনি সবচেয়েপ্রশ্রয় পেয়েছিলেন মায়ের ক াছ থেকে। 'একটি রাত' -এরসুকুমার সোমেন ছাড়া আর কেউ নয়। এ গল্পে সোমেনের চোখ যেন সব দিকেখোলা। গ্লাস ওয়ার্কার্সের কর্মী সামসুরের হাত থেকেবাড়ি নিয়ে অনায়াসে সুকুমার খায়, এ খবর দিতেও ভোলেন না। অন্যান্যভাড় াটেদের খবরও আছে গল্পটিতে। বইয়ের দোকানের কর্মী নকুল, মাতালদীননাথ চক্রবর্তী সবাইকে নিয়েই গল্পের পরিবেশ। নইলে রাজনৈতিককর্মীর গ্রেপ্তার আর তার প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে গল্প গড়ে উঠলে সেগল্প মানুষের মনে সেভাবে দাগ ক াটতে পারত কি? গল্পটিকে একবিচিত্র মাত্রা দিয়েছে বীণার শান্ত অনন্ত প্রেমের ইঙ্গিতটুকু।সুকুমার গ্রেপ্তার হবার পর সেই আবরণ তার খসে পড়ল, 'সে আজ বাড়িরসকলকে উপেক্ষা করে যেন প্রকাশ্য রাজপথে নেমে এল, সুকুমারেরঘরে ঢুকে দেখল ঘরময় ইতস্ততঃ ছড়ানো নানা জিনিসপত্র, বই কাগজ। সেইরাশি রাশি বই আর কাগজের স্তূপে মুখ গুঁজে বীণ

ার চোখে জল বেরিয়ে এল, চুলের বীণা আরও কাছের হয়ে পড়েছে।'পাভেল' তখন কারান্তরালে, তার সহকর্মীরা পথে মিছিলেমুখর।

'সংকেত'গল্প গড়ে উঠেছে একটি কাপড়ের কলের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। একটিরাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে গ্রামের তাঁতির ঘরের ছেলে রহমানের আশা এবংসংশয়ের ইতিহাস। একটি গেট মিটিংয়ের ভাষণ উদ্ধৃত করে গল্পটিযেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রহমানের রাজনৈতিক চেতনা এক নতুন স্তরেউত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। তথাপি গল্পেরপরিণতি ঘটে পরবর্তী বাক্যেযেখানে 'নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছল ছল করিয়াউঠিল।' গল্পের শিল্পগুণের প্রতি সোমেনের দৃষ্টি যেছিল এই বাক্যটি তারই প্রমাণ।

'বনস্পতি'রনায়ক একটি প্রাচীন বটগাছ। পলাশির যুদ্ধ থেকে শু করে গান্ধীর আইনঅমান্য আন্দোলনের সাক্ষী এই বটগাছ। 'তারপরে একেবারে ১৯৩৯ সাল।বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে... এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। সকলে দেখিলবটগাছের নিচে বাঁধানো জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া একটা লোক বক্তৃতাকরিতেছে।' বক্তা 'সমাজের যারা পরগাছা' তাদের উপড়েফেলবার জন্য গাঁয়ের কৃষককে আহ্বান করল। জমিদারের ভাড়াটে গুন্ডারলাঠিও চলল, 'ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল... বটগাছভাঙ্গিয়া পড়িল ... দেবাংশী গাছের কাঠ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যবহার করে নাবটে কিন্তু স্থানীয় জমিদার উহা বেচিয়া বেশ দু পয়সা লাভকরিলেন।' এরপর উপসংহারে সোমেন যেন একটি প্রবন্ধ শেষকরলেন, 'অনেক নতুন বৃক্ষ জন্ম নেবে, ইহাও আশা করাযায়।' 'বনস্পতি' ঠিক বাস্তববাদী গল্প নয় ---প্রতীকী গল্প। গল্পের বাঁধুনিতে ইতিহাসকে ধরে রাখার এজাতীয় প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। সে দিক দিয়ে'বনস্পতি' উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। ইতিহাসের যে বিবরণ এখানে আছেতা বর্ণনামূলক নয়, বিশ্লেষণাত্মক যা একজন মার্কসবাদীর কাছে খুবইপ্রত্যাশিত।

সোমেনচন্দের 'ইঁদুর' গল্পের সূত্রেই বোধহয় অন্নদাশঙ্কর রায়লিখেছিলেন, 'মসীজীবীদের ডান হাতের লেখা পড়তে পড়তে যাঁদের বাংলাগল্পে অচি ধরেছে, যাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন বাংলা গল্পের বইকিনবেন না, অসীজীবীর বাঁ হাতের লেখা এই গল্পগুলি তাঁদের প্রলুব্ধকরবে। 'ইঁদুর' গল্পের রূপক হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে। তা যদি নাওকরা হয়, একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকটি চরিত্র, তাদের অভাব,তাদের মানসিকতা, তাদের মধ্যে ভয়, ক্রোধ এর যে বর্ণনা এ গল্পে আছেতারই মূল্যই বা কম কি। একেবারে শেষ দৃশ্যে যেখানে সুকুমারের বাবা তাঁরইঁদুর ধরা কলে কয়েকটি ইঁদুর ধরে রাজপথে দাঁড়িয়েছেন সেই মুহূর্তেরযে নিখুঁত বর্ণনা আছে -- না আর মন্টু বানরের মতো লাফাচ্ছে, একটাকুকুর এসে দাঁড়াল। কয়েকটি সাহসী ছেলে কেউ লাঠি, কেউ ইঁট নিয়েবসল রাস্তার ধারে। এমন আপাত ছোটো খাটো মুহূর্তের বিশদ বর্ণনায়গল্পটি এক আশর্চ্য বাস্তবতা অর্জন করেছে। এরই মাঝে সংসারের অভাব,রাজনৈতিক কর্মকান্ড গল্পটির সমসাময়িক কালকে স্পষ্ট করেছে।ইঁদুরের ভয় যে ইঁদুর মারা কল কেনার সামর্থ্যের অভাবেই আমাদেরক্লিষ্ট করে, যেমন ইয়াসিনের অক্ষরজ্ঞান-শূন্যতা সত্ত্বেও সংঘবদ্ধতারশক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হলেই তার নৈরাশ্য যায় কেটে। ইঁদুরের ক্ষতিকরার ক্ষমতা না থাক, বিরক্তি উৎপাদনে সে দড় এবং তাকে কেন্দ্র করেভয়টাও বাস্তব এই কথা টুকুই গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।অবশেষে ইঁদুর ধরা পড়ার ফলে কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাব ছড়িয়েসকলের মনে। ইয়াসিন, কারখানা, ইউনিয়ন এরই পাশে পাশে বর্ণিত হয়েছেঅনায়াসে। দুইয়ের মধ্যে যোগ কোথায় স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই। কিন্তুতাতে গল্পের রস ক্ষুন্ন হয়নি, লেখকের জীবনপ্রত্যয়ও।

এইজীবনপ্রত্যয় সোমেন পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে। সেরাজনৈতিক বিশ্বাসে গোঁড়ামি ছিল না, ছিল নিপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভুতিএবং তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি। সেই প্রত্যয় ২১ বছরেরতণ সোমেনের মনে এমন গভীর ছিল যে একথা বলতে গলা কেঁপে ওঠার কোনোহেতু নেই যে সোমেন আজও আমাদের মধ্যে থাকলে সেই কথাই লিখতেন, সেই কাজইকরতেন। যে ঝান্ডা তাঁর হত্যাকারী তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেপারেনি, সেই ঝান্ডার মর্যাদা আজও তাঁর হাতে অক্ষুন্ন থাকত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com